ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 032 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৩২ ● কলকাতা ● ২০ মাঘ, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

জ্ঞানেশের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' করে বললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগ জানাতে দিল্লি গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা। কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রস্তাবিত সেই বৈঠক হয়েও হল না।এদিনের বৈঠকের স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, বৈঠকের সময় কমিশনের নিজস্ব ক্যামেরাম্যানরা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু বাইরের ক্যামেরাম্যানদের সেখানে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে মমতা বলেন

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 191

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আপনার যেই এই বোধ হয়ে যাবে, আপনার শরীরের সারা অহংকার ভেঙ্গে যাবে। কারণ আপনি জেনে যাবেন যে আপনি এক আত্মা।

মানুষ শরীরের আবরণের সঙ্গে জন্ম নেয় আর শরীরের আবরণেই থাকে। আর আবরণ পড়ে যাওয়ার পরে সে জানতে পারে- এ তো আবরণ ছিল যা এখন আর নেই।

ক্রমশঃ

বিধানসভা নাকি দর্শকর্মার ভান্ডার, বেফাঁস মন্তব্য শুভেন্দুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভার অধিবেশন নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলনেতা বলেন,বিধানসভায় প্রস্তাব এলে আমরা আলোচনা করব। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ মাত্র ১ঘন্টা আলোচনার সময়সীমা ধার্য হয়েছে।ওটা বিধানসভা নাকি দশকর্মা ভান্ডারে পরিনত হয়েছে। মৃত্যুর দায় কমিশনের, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে বিরোধী দলনেতা বলেন,সব মৃত্যুর দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নির্বাচন কমিশনের বেশিরভাগ লোক রাজ্যের। স্বচ্ছ তালিকা ছাড়া ভোট হতে দেবো না। বলছে রাতের শাড়ি পড়ে এসেছে, এদিকে বক্সের ডাব্বাটা আনতে পারলেন। বিধানসভায় এসআইআর নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,বিধানসভায় প্রস্তাব এলে আমরা আলোচনা করব। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অথচ মাত্র ১ঘন্টা আলোচনার সময় ধার্য করা হয়েছে। ওটা বিধানসভা নাকি দশকর্মা ভান্ডারে পরিনত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা প্রসঙ্গে বিরোধী দল নেতার এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিতর্ক দেখা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। সোমবার বিকেলে রাজভবনে গিয়ে ১ঘন্টার বেশি সময় নিয়ে রাজ্যপালকে ৪টি বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। বিরোধী দলনেতা বলেন,২৯ জানুয়ারি মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে ২তারিখে যেতে চাই বলে চিঠি দিয়েছিলাম। উনি (মুখ্যসচিব) বলেন, ৬ ফেব্রুয়ারির আগে দেখা করতে পারবেন না। মুখ্যসচিবকে বলতে চেয়েছিলাম তার আধিকারিকরা এসআইআর নিয়ে নৈরাজ্য তৈরি করছে।

রাজ্যপালকে বলেছি মুখ্য সচিবকে বিষয়টি জানান। মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য এসআইআরকে ভন্ডুল করা। ড্রামা ধরা পড়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন এখন অনেক নতুনত্ব আনছে। পরশুদিন এমওদের আক্রমণ করেন। কোনও কিছু না করতে পেরে দিল্লিতে নাটক করতে গেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ,এআরও' রা তৃনমুলের কথায় মানুষকে ডেকে বিরক্ত করছে। রাজ্য ব্যর্থ বলেই বিশিষ্ট মানুষদের এসআইআরের শুনানির নামে বিরক্ত করছে। মমতা বনাম দিল্লি পুলিশ প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন,আমি দিল্লি পুলিশকে ধন্যবাদ জানাই। সংসদ চলছে । ওই জায়গা হাই সিকিউরিটি জোন। দিল্লির পুলিশ তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে সম্মান দিয়ে সরে গেছে। পুরো ড্রামা করছে। এর পালটা প্রতিবাদ,প্রতিরোধ করবো। আমরা মনে করি স্বচ্ছ ভোটার তালিকা দরকার।

মায়ের কোলে চেপে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল অনন্যা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। চোখে অনেক স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী। হবে নাই বা কেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনের সবথেকে বড় পরীক্ষা এটি। সেই স্বপ্ন নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছে নদিয়া জেলার করিম পুরের প্রতিবন্ধী ছাত্রী অনন্যা প্রামাণিক।কেননা শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে দৃঢ় মনোবল ও ইচ্ছাশক্তির জোরে অনন্যার পরীক্ষায় বসার সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণার জোগাবে আগামী দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষার

ছাত্র-ছাত্রদের। এদিন অনন্যার মা জানিয়েছেন, এখন মেয়ের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়, সেটাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। আজকে মেয়েকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসাতে পেরেছেন এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য। সন্তানের এই সাফল্যে গর্বিত তিনি। উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার পরীক্ষা দেবে ৯ লক্ষ ৭১ হাজার ৩৪০ জন পরীক্ষার্থী।

এরপর ৩ পাতায়

মাধ্যমিকের প্রথম দিনেই অঘটন! প্রশ্নপত্র নিয়ে যাওয়ার পথে উল্টে গেল গাড়ি, আহত পুলিশকর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিন। আর এই প্রথম দিনের সকাল থেকেই রাজ্যজুড়ে ছিল চূড়ান্ত ব্যস্ততা। সময়মতো প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৎপর ছিল প্রশাসন। কিন্তু সেই কাজের মাঝখানেই ঘটে যায় বড়সড় দুর্ঘটনা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে যাওয়ার সময় বাসন্তী রাজ্য সড়কে উল্টে যায় একটি গাড়ি।মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই এরকম ঘটনা ঘটনা ঘটে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। যদিও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে যে, পরে বিকল্প ব্যবস্থায় নির্ধারিত সময়ে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।এই ঘটনায় এক মহিলা পুলিশকর্মী সহ অন্তত দুই পুলিশকর্মী গুরুতর ভাবে জখম হয়েছেন।

দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী রাজ্য সড়কের আমঝাড়া বাজার এলাকার কাছে। জানা গিয়েছে যে, বাসন্তী থানা থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে চড়াবিদ্যা রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দির পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রাস্তায় একটি টোটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে ওই গাড়ির চালক তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারান। মুহূর্তের মধ্যেই গাড়িটি উল্টে যায়।

দুর্ঘটনাটি ঘটার পর গাড়ির মধ্যেই দুই পুলিশকর্মী আটকে পড়েন। স্থানীয়দের খবর পাওয়ার পরে তাড়াতাড়ি ঘটনাস্থলে বাসন্তী থানার পুলিশ পৌঁছে যায়। তারপর আহতদের উদ্ধার করা হয় এবং ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকদের সূত্রে জানা গিয়েছে যে, আহত মহিলা পুলিশকর্মীর অবস্থা অনেটাই গুরুতর।

(১ম পাতার পর)

জ্ঞানেশের সঙ্গে বৈঠক 'বয়কট' করে বললেন মমতা

"আপনাদের যা ইচ্ছা তাই করবেন তা তো হয় না। বহুদিন রাজনীতি করেছি, মন্ত্রীও ছিলাম। এরকম অহঙ্কারী নির্বাচন কমিশন কখনও দেখিনি।'

এক ঘণ্টারও বেশি সময় পর নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। জানালেন, "এরকম মিথ্যাবাদী কমিশন আমি কখনও দেখিনি। বহুদিন রাজনীতি করেছি, এরকম ঔদ্ধত্য আগে দেখিনি আমি।" তাঁর অভিযোগ, বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছে কমিশন।

জীবিত হয়েও নির্বাচন কমিশনের নথিতে 'মৃত' বলে চিহ্নিত ৫০ জন ভোটারকে রাজধানীতে নিয়ে গিয়েছে শাসকদল। পাশাপাশি, এসআইআর প্রক্রিয়ার কারণে পরিবারের কোনও না কোনও সদস্যের মৃত্যু হয়েছে— এমন অভিযোগ থাকা আরও ৫০ জনকেও দিল্লিতে আনা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে।

এই ইস্যুতেই সোমবার নির্বাচন কমিশনের দফতরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এসআইআর-এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত বলে দাবি করা কয়েক জন ভোটার ও পরিবারের সদস্যদের কমিশনের সামনে হাজির করানো হয়।

সোমবার নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ আরও দুই নির্বাচন কমিশনার। ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে রাজ্যে অনিয়ম, হয়রানি এবং মানবিক বিপর্যয়ের অভিযোগ তুলে ধরে কমিশনের কাছ থেকে সরাসরি ব্যাখ্যা ও পদক্ষেপ দাবি করে তৃণমূল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকে তাঁরা যোগ দেননি। মমতার অভিযোগ, বৈঠকের আগেই তাঁদের অসম্মান ও অপমান করা হয়েছে।

নির্বাচন সদন থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অসম্মান, অপমান করা হয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, কমিশনের বৈঠকে এমন একজনকে উপস্থিত করা হয়েছিল যিনি নির্বাচন কমিশনের কোনও আধিকারিক নন। মমতার প্রশ্ন, 'সীমা খন্না কে? উনি নির্বাচন কমিশনের কেউ নন। বিজেপির আইটি সেলের লোক।'

মুখ্যমন্ত্রীর আরও অভিযোগ, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। অথচ এত বড় সংখ্যায় ভোটার বাদ পড়ার বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও প্রশ্নই তোলা হয়নি বলে দাবি করেন তিনি। কমিশনের এই নীরবতা নিয়েই তাঁর যত আপত্তি।

বৈঠকে 'এসআইআর-এ ভুক্তভোগী' ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকের শুরুতেই তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেন তিনি। সেই প্রসঙ্গেই ভোটার তালিকা সংশোধনকে ঘিরে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতার দাবি, 'যাঁরা হিন্দু-মুসলমান করেন, তাঁরা বুঝতে পারছেন? এখানে দু'জন মুসলিম রয়েছেন। ক'জন হিন্দু?' ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই মনে করছেন, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে কোনও বিশেষ সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বাছাই করার যে অভিযোগ উঠছে— তা-ই সামনে আনতে চেয়েছেন তিনি।

কমিশনকে একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মমতা বলেন, নির্বাচনের মাত্র তিন মাস আগে কেন এসআইআর করা হল! একই সঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'বিজেপি শাসিত অসমে কেন এই প্রক্রিয়া করা হল না?'

মমতার অভিযোগ, এসআইআর-এর নামে রাজ্যে ৫৮ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই কাজ এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করে করা হয়েছে এবং তার নেপথ্যে রয়েছেন সীমা খন্না। কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এত বড় সংখ্যায় ভোটার বাদ পড়ার পরেও নির্বাচন কমিশন কোনও ব্যাখ্যা চাইছে না।

এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্দেশে করে কটাক্ষের সুরে মমতা বলেন, ''আপনারা প্রধানমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর বাবা-মায়ের জন্মের কুন্ডলী বার করতে বলুন।'' অতীতের প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লালকৃষ্ণ আডবাণীর নাগরিকত্ব ও জন্মস্থান সংক্রান্ত প্রশ্নও এক সময় উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই মমতার দাবি, নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

(২ পাতার পর)

মায়ের কোলে চেপে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল অনন্যা

এরমধ্যে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩৩ ছাত্র এবং ৫ লক্ষ ৪৪ হাজার ৬০৬ জন ছাত্রী রয়েছে। রাজ্যের ২৬৮২ পরীক্ষা কেন্দ্রে হবে পরীক্ষা। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রতিদিন সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে পরীক্ষা শুরু হয়ে চলবে দুপুর ২টো পর্যন্ত।এদিন গোটা রাজ্যের সঙ্গে করিমপুরের জগন্নাথ হাইস্কুলেও শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেই এক অনন্য দৃষ্টান্ত উঠে এল। হাঁটতে পারেনা সে। কিন্তু চোখে জীবনে বড় হওয়ার স্বপ্ন। তাই মায়ের কোলে চেপেই এদিন পরীক্ষা দিতে এলো অনন্যা। হোগলবেড়িয়া আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্রী অনন্যার পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছে জগন্নাথ হাইস্কুলে।

এ বছর প্রথমবার মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে সে। বয়স ১৮ বছর। দীর্ঘ চার বছর ধরে শারীরিক অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছে। কিন্তু হাল ছাড়ে নি। আর মেয়ের সেই ইচ্ছে পূরণ করল তার জন্মদাত্রী মা। এদিন মায়ের কোলে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে এলেন সে। সন্তানের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমস্ত কষ্ট ভুলে মায়ের এই লড়াই যেন মানবিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর পর তাঁদের সর্বাত্মক সাহায্য করেছেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। হুইলচেয়ার ও অন্যান্য সহায়তার মাধ্যমে অনন্যাকে নিরাপদে পরীক্ষাকক্ষে পৌঁছে দেন তাঁরা। প্রশাসনের এমন সহযোগিতায় মুগ্ধ অনন্যার পরিবার, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। জানা গিয়েছে, এদিন এই পরীক্ষাকেন্দ্রে মোট ৩৩০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু সকলের নজর কেড়েছে অনন্যার সংগ্রামী উপস্থিতি।

সম্পাদকীয়

কলকাতায় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

রবিবার গোলপার্কের কাছে পঞ্চাননতলায় একটি ক্লাবের পিকনিক হচ্ছিল। সেখানে সন্ধ্যার দিকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন দুষ্কৃতী মুখে রুমাল বেঁধে এলাকায় চড়াও হয়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছোন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। ডেপুটি কমিশনার ভোলানাথ পাণ্ডে জানান, গোটা ঘটনাটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। পাশাপাশি কসবা এলাকাতেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।খাস কলকাতায় চলল গুলি। রবিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ রবীন্দ্র সরোবর থানার কাছে গোলপার্কের কাঁকুলিয়া রোডে চলল দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। অভিযোগ উঠেছে কুখ্যাত দুষ্কৃতী সোনা পাপ্পুর দলের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ। তাদের গাড়িও ভাঙচুর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে তারা। এই ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার গোলপার্কের কাছে পঞ্চাননতলায় একটি ক্লাবের পিকনিক হচ্ছিল। সেখানে সন্ধ্যার দিকে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তি হয় বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন দুষ্কৃতী মুখে রুমাল বেঁধে এলাকায় চড়াও হয়। চলে গুলি ও বোমা। হামলা করা হয় ধারালো অস্ত্র নিয়েও। রাস্তায় পুলিশের গাড়ি এবং স্থানীয়দের বাইকও ভাঙচুর করা হয়। ছোড়া হয় ইটও। রাস্তা থেকে গুলির খোল এবং বোমার সুতলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। ছড়িয়ে রয়েছে চাপ চাপ রক্তও।

অন্তত দু'জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে গণেশ দাস নামের এক জনের বুকে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে। সনৎ সিংহ নামের অপর জনের মাথায় আঘাত লেগেছে। তাঁদের এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

সোনা পাপ্পুর দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়েরা। এলাকাবাসীর একাংশ জানান, গত গণেশপুজোতেও সোনা পাপ্পুর দল এলাকায় তাণ্ডব চালিয়েছিল। তাঁদের ক্ষোভ, ঢিল ছোড়া দূরত্বে রবীন্দ্র সরোবর থানা। তাও এলাকায় নিরাপত্তা নেই।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় এলে, তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়েরা। বৈশ্বানরের দাবি, এলাকায় একটি পিকনিককে ঘিরে অশান্তি হয়। তিনি জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(ছয় পর্ব)

যেখানেই মায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানেই গড়ে উঠেছে এক একটি তীর্থ ক্ষেত্র। সেই জায়গা গুলো হল জয়রামবাটি, কামারপুকুর, দক্ষিণেশ্বর, বাগবাজার, সিমলা স্ট্রিট। এক কথায় যেখানে যেখানে পায়ের পায়ের ধুলো পড়েছে সেখানে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে একএকটি তীর্থক্ষেত্র। মা আবির্ভূত হয়েছিলেন, ১৮৫৩ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলা ১২৬০ সনের ৮ পৌষ, অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হাইকোর্ট বলার পরেও রাজ্যের আপত্তিতেই আটকে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

৪০ বছরে কলকাতা মেট্রোয় মাত্র ২৭ কিলোমিটার পথ জুড়েছিল। কিন্তু মোদী সরকারের আমলে ১১ বছরেই ৪৫ কিলোমিটার পথ মেট্রোর সঙ্গে জুড়েছে। মেট্রো প্রকল্পে আরও গতি আসতো কিন্তু রাজ্যের অসহযোগিতায় তা থমকে যাচ্ছে। কলকাতা মেট্রোয় কাজ আটকে থাকা নিয়ে এভাবেই সাংবাদিক বৈঠকে সরব হলেন রেলমন্ত্রী।কিন্তু বারবারই সমস্যা দাঁড়াচ্ছে জমি জট নিয়েই। রেল মন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারের কাছে বারবার চিঠি গেলেও জট কাটেনি। চিংড়িঘাটায় মাত্র ৩১১ মিটার অংশে কাজ বাকি। মেট্রোর তরফে টাকা দিয়ে সার্ভিস রোড তৈরি করে দেওয়া হলেও জট কাটছে না, কলকাতা পুলিশের তরফে কাজের অনুমতি মিলছে না বলে অভিযোগ। এবার এ নিয়ে খোদ রেলমন্ত্রী মুখ খুললেন। তাঁর সাফ কথা, "হাইকোর্টের নির্দেশ সত্ত্বেও চিংড়িঘাটায় কাজে বাধা রাজ্যের। না হলে এই প্রকল্পের কাজ আরও গতিতে হতে পারতো। চিংড়িঘাটা একটা বাইপাস রোড করে দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্টের অর্ডারও রয়েছে, কিন্তু দেড় বছরের বেশি সময় ধরে ওখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে কাজের অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।"

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কাজেই সৌম্যমূর্তি কালীকল্পনা চৈতন্য নিত্যানন্দের আন্দোলনের প্রভাবের পুর্বে ঘটে থাকার ক্ষেত্রে কোনও তাত্ত্বিক বাধা নেই, তবে তার পূর্বে থাকার কোনও নথিবদ্ধ প্রমাণও নেই।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৬ যুবসমাজের আকাঙ্ক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত : বাজেট-পরবর্তী আলাপচারিতায় পড়ুয়াদের মুখোমুখি অর্থমন্ত্রী

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারামন রবিবার (১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬) তারিখে বাজেট-পরবর্তী এক আলাপচারিতায় দেশের যুবসমাজের মুখোমুখি হন। ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট কিভাবে দেশের তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা এবং শক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এই অধিবেশন চলাকালীন, তিনি বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করতে পেরে তিনি অত্যন্ত গর্বিত বলে জানান।

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দি বিভাগের ছাত্রী সৌম্যা প্যাটেল প্রশ্ন করেন, বাজেটের সঙ্গে যুক্ত ক্ষেত্রগুলিকে ভাষা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা সম্ভব কি না। উত্তরে অর্থমন্ত্রী বলেন যে, আজকের ভারতে 'ভাষিনী'র মতো প্রযুক্তি-নির্ভর প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষার কোনো বাধা নেই। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান অর্জনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন যাতে কোনো বিষয় বোঝা সহজ হয়। তিনি বলেন, "শিক্ষাক্ষেত্র, নীতি নির্ধারণ, জনসংযোগ বা শাসনব্যবস্থা - যে কোনো ক্ষেত্রেই আপনি আপনার ভাষার দক্ষতার সঙ্গে বাজেট ও আর্থিক প্রক্রিয়ার জ্ঞানকে যুক্ত করতে পারেন। এই সমন্বয় অত্যন্ত মূল্যবান।"

বিশ্বভারতীর আরেক ছাত্রী ঈশা হালদার অর্থমন্ত্রীর ছাত্রজীবনের অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন। নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে শ্রীমতী সীতারামন বলেন, কীভাবে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি অনেক দূর থেকে একাই দিল্লি গিয়েছিলেন। তিনি বলেন, "১৯ বছর বয়সে আমার স্বপ্ন ছিল দিল্লি এসে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা জেএনইউ-তে পড়াশোনা করা। আমার বাবা-মা সম্পূর্ণ সমর্থন করেছিলেন। আমি একাই এসেছিলাম, একাধিক প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি এবং তারপর সুযোগ পেয়েছি।"

এই আলাপচারিতা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যুবসমাজকে গুরুত্ব দেওয়ার সরকারি প্রতিশ্রুতিকে আরও দৃঢ় করল। শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎমুখী উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৬ সালের কেন্দ্রীয় বাজেট যুবসমাজের দেওয়া ভাবনা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সংস্কৃতের একটি সুভাষিতম সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন, যেখানে স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বার্তা দেওয়া হয়েছে

নতুনদিল্লি, ২ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সংস্কৃতের একটি সুভাষিতম সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন, যেখানে স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়োজনীয়তার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

"নামবোধিরার্থিতমেতি সদম্ভোবিশ্চ পুর্যতে।
আত্মা তু পাত্রতাং নেয়: পাত্রমায়ান্তি সম্পদঃ।"

এই সুভাষিতমে বলা হয়েছে, মহাসাগর কখনো জল চায় না, তা সত্ত্বেও সেটি সবসময়ই জলে পরিপূর্ণ থাকে। একইভাবে দক্ষ ব্যক্তির কাছে সম্পদ স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে।

শ্রী মোদী বলেছেন, স্বনির্ভর হয়ে ওঠা হল সেই প্রদীপের মত, যে প্রদীপ সর্বদা আত্মসম্মান ও সামর্থ্যের পথ দেখায়। এবারের বাজেটও আমাদের যুববন্ধুদের স্বনির্ভর ও ক্ষমতায়নের পথ দেখাবে।

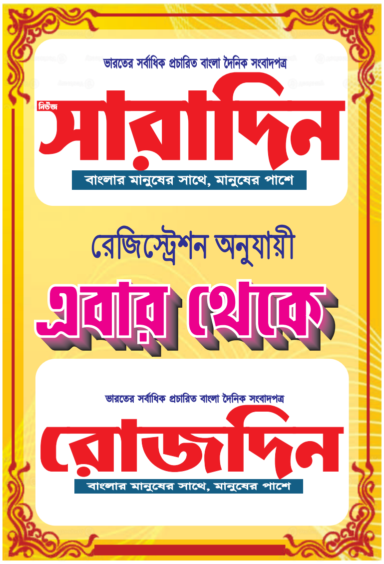

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তায় রাতেই উড়ে যাচ্ছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিরাপত্তা আরও বাড়াতে সোমবার রাতেই রাজধানী রওনা হচ্ছে রাজ্য পুলিশের বিশেষ দল। নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন দিল্লিতে যে নজিরবিহীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেদিকে নজর রেখেই মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারা। সেই মতো সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হয়, রাতেই দিল্লি পাঠানো হবে রাজ্য পুলিশের ২২ জনের একটি দলকে। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লি পুলিশের সামনে কার্যত রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে পিছু হটতে বাধ্য হয়েছিল দিল্লি পুলিশ। এ নিয়ে সকাল থেকেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজ্য পুলিশ সূত্রে খবর, বঙ্গভবনের নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলেই মনে করছেন শীর্ষকর্তারা। সেই মতো রাতেই বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশের একটি দলকে দিল্লিগামী বিমানে পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।দলের শীর্ষে থাকছেন ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার। এছাড়াও অন্যান্য পদমর্যাদার অফিসার ও কনস্টেবলও থাকছে। থাকছেন মহিলা পুলিশও। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকাল থেকে সেখানে থাকা রাজ্য পুলিশের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবেন তাঁরা। পাশাপাশি বঙ্গভবনের নিরাপত্তাও সুনিশ্চিত করতে চায় রাজ্য পুলিশ।

বঙ্গভবন ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তার উপর সকাল থেকেই নজর রেখেছিলেন রাজ্য পুলিশের শীর্ষকর্তারা। আজ, সোমাবার সকাল থেকে বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশের নজিরবিহীনভাবে উপস্থিতি ছিল। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তার অভিযোগ তুলে মমতা জানান, বঙ্গ ভবন ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ। বঙ্গভবনে তল্লাশি করছে তারা। শুধু তাই নয়, দিল্লিতে থাকা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক কাপড়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন চাণক্যপুরীর বঙ্গভবনে। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারয়তীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

(৪ পাতার পর)

হাইকোর্ট বলার পরেও রাজ্যের আপত্তিতেই আটকে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ

এদিকে এবারের বাজেটে কলকাতা মেট্রোর জন্য ২১০০ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ হয়েছে। কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৫২৯ কোটি।

দমদম বিমান বন্দর থেকে রাজহারহাট হয়ে গড়িয়া পর্যন্ত যে মেট্রো প্রকল্প রয়েছে তার জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৭০৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে জোকা বিবাদী বাগ ভায়া মাঝেরহাট মেট্রোর জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৯০৬ কোটি টাকা। একদিকে জোকা অন্যদিকে নিউ গড়িয়া, নোয়াপাড়া-সহ গোটা কলকাতাকে জুড়ে দেওয়ার জন্য একাধিক মেট্রো প্রকল্পের কাজ চলছে। কাজও চলছে পুরোদমে।

কেন্দ্রীয় বাজেটে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির জন্য ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ রেল সুবিধাসমূহ নিয়ে রেলমন্ত্রী আলোচনা করলেন

কলকাতা, ২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বাঞ্চলের জন্য রেল পরিকাঠামোর বড় সম্প্রসারণের কথা ঘোষণা করেছেন। সংসদে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশের একদিন পর এই ঘোষণা করা হল।

সংযোগ ও অর্থনৈতিক সংহতির ক্ষেত্রে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে মন্ত্রী জানান যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বুলেট ট্রেন করিডর তৈরি হবে অদূরে। এই করিডর বারাণসীকে পাটনার মাধ্যমে শিলিগুড়ির সঙ্গে যুক্ত করবে। ভবিষ্যতে এটি গুয়াহাটি পর্যন্ত বাড়ানো হবে। তিনি আরও জানান যে, ডানকুনি থেকে গুজরাট পর্যন্ত একটি পৃথক মালবাহী করিডর নির্মিত হবে। রাজ্যের জন্য বহু নতুন ট্রেন পরিষেবা চালু হবে। চলতি বাজেটে পশ্চিমবঙ্গের রেল প্রকল্পের জন্য ₹১৪,২০৫ কোটি বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রী বৈষ্ণব বলেন, রাজ্যের শহর ও শহরতলিকেন্দ্রিক রেলব্যবস্থায় অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে। গত ১১ বছরে কলকাতা মেট্রো ৪৫ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে মহানগর অঞ্চলের যাতায়াত অনেক সহজ হয়েছে। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের জন্য ১৭টি বড় রেল প্রকল্প পরিকল্পনা ও অনুমোদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির জন্যও বাজেটে একাধিক রেল প্রকল্পের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর মধ্যে রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নত সংযোগ, দ্রুতগামী ট্রেন এবং উন্নত মাল পরিবহন ব্যবস্থা অন্যতম। পাশাপাশি, বন ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য দায়িত্বশীল পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, এই বরাদ্দ উত্তর-পূর্ব ভারতকে জাতীয় অর্থনীতির সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত করবে এবং দেশের অগ্রগতিতে পূর্ব ভারতকে আরও বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ করে দেবে।

সিনেমার খবর

বর্ডার ২-এর ধাক্কায় অবশেষে কমল রণবীরের ধুরন্ধরের আয়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্পাই থ্রিলার সিনেমা ধুরন্ধর বক্স অফিসে ধীরে ধীরে গতি হারাচ্ছে। মুক্তির প্রায় দুই মাস পর সানি দেওলের বর্ডার ২ মুক্তি পাওয়ায় সরাসরি প্রভাব পড়েছে রণবীর সিং অভিনীত এই ছবির বক্স অফিসে।

শনিবার মুক্তির ৫১তম দিনে ধুরন্ধরের আয় দাঁড়িয়েছে ৭৫ লাখ রুপি। আগের দিন শুক্রবার সিনেমাটি আয় করেছিল ৫৫ লাখ রুপি। একদিনের ব্যবধানে সামান্য বৃদ্ধি দেখা গেলেও এটি ধুরন্ধরের পুরো যাত্রায় সবচেয়ে কম আয়ের দিনগুলোর একটি।

বক্স অফিসে অষ্টম সপ্তাহে প্রবেশের পরই বর্ডার টু-এর প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর আগে ৪৯তম দিনে ধুরন্ধর আয় করেছিল ১ কোটি ১০ লাখ রুপি এবং ৪৮তম দিনে ১ কোটি ১৫ লাখ রুপি। ৪৭তম দিনে আয় ছিল ১ কোটি ৬৫ লাখ রুপি আর ৪৬তম দিনে ১ কোটি ৫০ লাখ রুপি।

ধুরন্ধর ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে একটি বিরল রেকর্ড গড়ে টানা ৫০ দিন প্রতিদিন এক কোটি রুপির বেশি আয় করেছিল। সপ্তম সপ্তাহে ছবিটির আয় ছিল ১৩ কোটি ৯০ লাখ রুপি। ষষ্ঠ সপ্তাহে আয় ২৬ কোটি ৩৫ লাখ রুপি। পঞ্চম সপ্তাহে ৫১ কোটি ২৫ লাখ রুপি। চতুর্থ সপ্তাহে ১০৬ কোটি ৫০ লাখ রুপি। তৃতীয় সপ্তাহে ১৭৩ কোটি রুপি এবং দ্বিতীয় সপ্তাহে ২৫৩ কোটি ২৫ লাখ রুপি আয় করে সিনেমাটি। এমনকি এটি একমাত্র ভারতীয় সিনেমা, যা প্রথম সপ্তাহের তুলনায় দ্বিতীয় সপ্তাহে বেশি আয় করেছিল।

এখন পর্যন্ত বক্স অফিসে ধুরন্ধরের মোট আয় দাঁড়িয়েছে ৮৮৬ কোটি ২০ লাখ রুপি। এই আয় দিয়ে এটি ভারতের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আয় করা সিনেমার তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী আয় ১৪৪২ কোটি ২০ লাখ রুপি ছাড়িয়ে গেছে ছবিটি। ফলে বিশ্বে চতুর্থ সর্বোচ্চ আয় করা ভারতীয় সিনেমার তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ধুরন্ধর।

তবে বর্ডার টু মুক্তির পর দৈনিক আয় দ্রুত কমে যাওয়ায় নতুন মাইলফলক স্পর্শ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। দেশি বাজারে ৯০০ কোটি রুপির ক্লাবে ঢুকতে এখনো প্রায় ১৪ কোটি রুপি প্রয়োজন। বর্তমান গতিতে সেই লক্ষ্য পূরণ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

বিশ্বব্যাপী আয়ের ক্ষেত্রেও ধুরন্ধরের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তৃতীয় সর্বোচ্চ আয় করা ভারতীয় সিনেমা পুষ্পা টু দ্য রুল-এর আয় ১৭৪৪ কোটি রুপি। সেই অবস্থানে পৌঁছানোর সম্ভাবনাও এখন অনেকটাই ক্ষীণ। তালিকার শীর্ষে রয়েছে বাহুবলি টু দ্য কনক্লুশন এবং দঙ্গল।

রাতের পর রাত ঘুমাতে পারিনি, কেন বললেন রাভিনা ট্যান্ডন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বরাবরই দর্শকের কৌতূহলের শেষ নেই। অনেক ক্ষেত্রে এমন কিছু তথ্য প্রকাশ্যে আসে যা নিয়ে ভুক্তভোগীও হতে হয় নায়ক-নায়িকাদের। এমনই এক অভিজ্ঞতা জানালেন বলিউড অভিনেত্রী রাভিনা ট্যান্ডন।

কী এমন ঘটেছিল রাভিনার সঙ্গে? অভিনেত্রী বলেন, "বেশ কিছু বছর আগের ঘটনা। হঠাৎ একদিন ম্যাগাজিনে পড়লাম, লেখা হয়েছে এক সুদর্শন ছেলে প্রতিদিন আমাকে শুটিংয়ে পৌঁছে দেয়। একবারের জন্যও সত্যতা যাচাই করেনি কেউ। আমার নিজের ভাইকে প্রেমিক ভেবে নিয়েছিলেন তারা। যার ফলে প্রচণ্ড অসম্মানিত বোধ করেছিলাম। মা-বাবা খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। খুব কষ্ট হয়েছিল। রাতের পর রাত ঘুমাতে পারিনি আমি।"

শুধু এটাই নয়। এছাড়াও বহুবার ব্যক্তিগত জীবনের কারণে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে অভিনেত্রীকে। ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে এক সময় কানাঘুষা ছিল, অজয় দেবগানের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন রাভিনা। একসঙ্গে ছবিও করেছিলেন তারা। কিন্তু পরে নাকি কারিশমা কাপুরের জন্য রাভিনার সঙ্গে প্রতারণা করেন অজয়। অভিনেতা যদিও কখনও প্রকাশ্যে এই সম্পর্ক নিয়ে মুখ খোলেননি।

শাহিদপত্নী মীরা কি এবার বলিউডে পা রাখতে চলেছেন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

খুব শিগগির নাকি বলিউড অভিনেতা শাহিদ কাপুরের স্ত্রী মীরা রাজপুত অভিনয় জগতে পা রাখতে চলেছেন। এমনই প্রস্তাব পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন শাহিদপত্নী।

অভিনেতা শাহিদ কাপুরের সঙ্গে মীরা রাজপুত দম্পতির সংসার প্রায় ১১ বছর। দুই সন্তানের বাবা-মা তারা। একই সঙ্গে নিজের প্রসাধনী সংস্থা, ফিটনেস সেন্টারের ব্যবসাও রয়েছে। ঘর ও বাইরের জগৎ সমান তালে সামাল দিয়ে চলেছেন শাহিদপত্নী। এর মধ্যেই সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব পেলেন মীরা রাজপুত।

বলিউড অন্দরমহলের খবর, শাহিদপত্নী মীরা রাজপুত নাকি অভিনয় জগতে পা রাখতে চলেছেন। তিনি যে কোনো সময় নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন— এমন আশ্বাসও পেয়েছেন কোরিওগ্রাফার ও পরিচালক ফারাহ খানের কাছ থেকে।

এদিকে নির্দেশক ও গোরিওগ্রাফার ফারাহ খান এখন মন দিয়েছেন নিজের ইউটিউব চ্যানেলে। নিত্যদিন নানা বিষয়ের ওপর নতুন নতুন ভ্লগ তৈরি করতে দেখা যায় তাকে। বেশিরভাগ সময়েই সঙ্গে থাকে তার প্রিয় রাঁধুনী দিলীপ। সম্প্রতি তিনি অনুরাগীদের জন্য গুরগাঁওয়ের একটি বহুতলের ভার্চুয়াল ট্যুর করাচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মীরা রাজপুত। কথা প্রসঙ্গে সেই ভ্লগেই ফারাহ খান হঠাৎ অভিনয় করার প্রস্তাব দিয়ে ফেলেন শাহিদপত্নীকে। ফারাহ বলেন, 'কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে। তুই কিন্তু নায়িকা হতে পারিস, আমার সিনেমায় অভিনয় করবি? 'ম্যায় হুঁ না', 'ওম শান্তি ওম', 'তিস মার খান'-এর মতো সুপারহিট বলিউড সিনেমার পরিচালক ফারাহ খান। তবে বেশ কয়েক বছর তিনি পরিচালনা থেকে বিরতি নিয়েছেন। তবে ক্যামেরার পেছন থেকে সরে যাননি এ কোরিওগ্রাফার। বরং নিজের মতো দৈনন্দিন জীবনে সিনেমা বানিয়ে চলেছেন ভ্লগের আকারে। খুব শিগগির যে আবার ফারাহ সিনেমার কাজে হাত দেবেন, সে কথাও তিনি অনুরাগীদের জানিয়েছেন।

এখন দেখার বিষয়— সেই সিনেমাতেই কি নায়িকা হিসেবে মীরা রাজপুতের আত্মপ্রকাশ ঘটবে? নাকি বড়পর্দায় শাহিদপত্নীকে দেখার জন্য দর্শককে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে?

সৌদি আরবের টার্গেটে বিশ্বের ৫০ ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দলবদলের বাজারে ফের ঝড় তুলতে যাচ্ছে সৌদি আরব। বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে আগামী গ্রীষ্মকালীন দলবদলে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছে দেশটির ক্লাবগুলো। ব্রিটিশ প্রভাবশালী দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সৌদি ক্লাবগুলোর নজরে রয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও লিভারপুলের অভিজ্ঞ উইঙ্গার মোহাম্মেদ সালাহ।

তবে এখানেই শেষ নয়। ব্রিটিশ রেডিও ও ক্রীড়া মাধ্যম টকস্পোর্ট দাবি করেছে, সৌদি লিগ এবার বিশ্বের সেরা ৫০ জন ফুটবলারকে টার্গেট করেছে। সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছেন বার্সেলোনার স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডস্কি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ব্রুনো ফার্নান্দেজ ও ক্যাসেমিরোসহ একাধিক ইউরোপীয় তারকা। এই খবর প্রকাশের পর তিন বছর আগের মতো আবারও ইউরোপের ক্লাবগুলো খেলোয়াড় হারানোর আশঙ্কায় পড়েছে।

সৌদি আরবের এই আগ্রাসী পরিকল্পনার পেছনে রয়েছে বড় লক্ষ্য। ২০৩৪ ফুটবল বিশ্বকাপের আয়োজক হিসেবে নিজেদের ঘরোয়া লিগকে আগেভাগেই বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় লিগে পরিণত করতে চায় দেশটি। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে সৌদি সরকার ক্লাবগুলোর জন্য বিপুল অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো।

এ ছাড়া চলতি মৌসুম শেষে সৌদি লিগ ছাড়তে পারেন এনগোলো কান্তে, ফ্যাবিনহো ও করিম বেনজেমাসহ কয়েকজন বড় তারকা। চুক্তি নবায়ন না করায় তাদের জায়গা পূরণে নতুন সুপারস্টার আনতেই এবার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপাচ্ছে সৌদি ক্লাবগুলো।

মোহাম্মেদ সালাহকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা সৌদি ক্লাবগুলোর অনেক দিনের। তারকা পরিচয়ের পাশাপাশি মুসলিম ফুটবলার হওয়ায় সালাহকে আদর্শ প্যাকেজ হিসেবেই দেখছে তারা। সাম্প্রতিক সময়ে লিভারপুল কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের খবরও তাকে ঘিরে জল্পনা বাড়িয়েছে। যদিও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। চুক্তির শেষ পর্যায়ে থাকা ৩৩ বছর বয়সী সালাহকে বড় অঙ্কে বিক্রি করতে লিভারপুলও অনাগ্রহী নাও থাকতে পারে। জানা গেছে, আল হিলাল, আল কাদিশা ও নিওম এফসি এই তিন সৌদি ক্লাব তাকে পেতে আগ্রহী। এর মধ্যে আল হিলাল ইতোমধ্যেই লিভারপুলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে বলেও খবর রয়েছে।

অন্যদিকে ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রিয়াল মাদ্রিদের সম্পর্কও পুরোপুরি মসৃণ নয়। ব্রাজিলিয়ান তারকার দাবি, কিলিয়ান এমবাপ্পের সমান বেতন ও বোনাস যা দিতে রাজি নয় রিয়াল। নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়া ভিনিকে রাখতে চাইলেও তার শর্ত পূরণ না হলে চুক্তি নবায়ন অনিশ্চিত। এত বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক দেওয়ার সক্ষমতা কেবল সৌদি ক্লাবগুলোরই রয়েছে। তবে ২৫ বছর বয়সী ভিনি সৌদি আরবে গেলে নিজের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এই আশঙ্কায় সেখানে যেতে অনিচ্ছুক।

৩৭ বছর বয়সী রবার্ট লেভানডস্কির ক্ষেত্রে সে দুশ্চিন্তা নেই। বরং বার্সেলোনাও তাকে বিক্রি করতে আগ্রহী। বয়সের বিবেচনায় সৌদি লিগই হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত গন্তব্য। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ব্রুনো ফার্নান্দেজ কোচ রুবেন আমোরিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে ক্লাব ছাড়তে চাইলেও আমোরিম ছাঁটাই হওয়ায় সেই সম্ভাবনা এখন অনেকটাই কম। আর ক্যাসেমিরো ম্যানইউ ছাড়লেও সৌদি আরবে নয়, যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার দিকেই ঝুঁকছেন বলে জানা গেছে।

সব মিলিয়ে, আসন্ন দলবদলের বাজারে সৌদি আরব যে আবারও ইউরোপীয় ফুটবলে বড়সড় আলোড়ন তুলতে যাচ্ছে সে ইঙ্গিত এখন স্পষ্ট।

সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে ৫০০ কোটির মামলা করবেন খুশি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে টি-২০ টুর্নামেন্ট নিয়ে বেশ ব্যস্ত ভারতের ক্রিকেট টিম। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ৩৫ বছর বয়সী সূর্যকুমার যাদব।

২৩ জানুয়ারি দ্বিতীয় ম্যাচে চমকপ্রদ এক ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়েছেন তিনি। তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ভারতের দর্শক ও মিডিয়া। দুর্দান্ত সময় পার করা এই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন অভিনেত্রী খুশি মুখার্জি।

সম্প্রতি পাপারাজ্জিদের সঙ্গে আলাপকালে খুশি মুখার্জি জানান, সূর্যকুমার যাদবের বিরুদ্ধে তিনি ৫০০ কোটি রুপির মানহানির মামলা করার কথা ভাবছেন। তার দাবি, তাদের মধ্যে হওয়া কথোপকথন ছিল সম্পূর্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং এতে কোনো অশালীনতার বিষয় ছিল না। কিন্তু সেগুলো নিয়ে তার মানহানি করা হয়েছে।

অভিনেত্রী বলেন, এখন পর্যন্ত তিনি কোনো আইনি নোটিশ পাননি এবং কারো সম্মানহানিকর কোনো মন্তব্যও করেননি। তার অভিযোগ, কিছু ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বিষয়টি বাড়িয়ে আলোচনায় রাখার চেষ্টা করছেন।

খুশির এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর ফের নতুন করে আলোচনায় এসেছে সূর্যকুমার যাদব-খুশি মুখার্জি বিতর্ক। এর আগে সূর্যকুমারের এক ভক্ত ও ইনফ্লুয়েন্সার খুশির বিরুদ্ধে ১০০ কোটি রুপির মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন। এই পাল্টাপাল্টি মামলার হুমকিতে ভারতীয় ক্রিকেট ও বিনোদন অঙ্গনে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

ম্যাচ শুরুর আগে সরে দাঁড়ালেন ওসাকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যামে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তৃতীয় রাউন্ডের ম্যাচ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে সরে দাঁড়ালেন জাপানের তারকা টেনিস খেলোয়াড় নাওমি ওসাকা। স্বাগতিক খেলোয়াড় ম্যাডিসন ইংলিসের বিপক্ষে রাতের সেশনে খেলতে হওয়ার কথা ছিল তার।

ওসাকা ম্যাচের জন্য আগেই দুই ঘণ্টা আগে ওয়ার্ম-আপও সম্পন্ন করেছিলেন। কিন্তু তখনই পেটে ব্যথা অনুভব করেন ১৬তম বাছাই এ তারকা।

ওসাকা জানান, 'ভেবেছিলাম ব্যথা সয়ে খেলা চালিয়ে যেতে পারব। গত ম্যাচেও কিছুটা ব্যথা নিয়ে খেলেছিলাম এবং ভেবেছিলাম, কিছুটা বিরতি নিলে এ ম্যাচও খেলতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চোটের কাছে হার মানতে হলো।'

৪ বার গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী ২৮ বছর বয়সী ওসাকা ২০১৯ ও ২০২১ সালে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী একক চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া তিনি ২০১৮ ও ২০২০ সালের ইউএস ওপেনের এককেও শিরোপা জিতেছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR